www.kalerkantho
কালের কণ্ঠ
28 SEP 2013
20 ৪

চট্টগ্রামে সরকারি বিদ্যালয়ে কোচিং সেন্টারের পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ►

নিয়মবহির্ভূতভাবে সরকারি বিদ্যালয়ে একটি বেসরকারি কোচিং সেন্টারের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির মডেল টেস্ট পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে নাসিরাবাদ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে ইউসিসি নামের কোচিং সেন্টার ওই পরীক্ষা নেয়। সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ওই পরীক্ষায় অংশ নেয় প্রায় দেড় হাজার শিক্ষার্থী।

ওই সময় ছবি তুলতে গেলে একটি জাতীয় দৈনিকের চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ফটো সাংবাদিককে বাধা দেন কোচিং সেন্টারটির পরিচালক। তাঁকে স্কুলের ভেতর আটকে রাখা হয় বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। তবে এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন কোচিং সেন্টারের পরিচালক।

উল্লেখ্য, 'কোচিং বাণিজ্য' বন্ধে গত বছর একটি নীতিমালা করা হয়েছে। ওই নীতিমালার ৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে কোচিং বাণিজ্য বন্ধে ►► পৃষ্ঠা ৮ ক. ৪

চট্টগ্রামে সরকারি বিদ্যালয়ে

►► শেষ পৃষ্ঠার পর

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রয়োজনীয় প্রচারণা ও অভিভাবকবর্গের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন।

জানতে চাইলে চট্টগ্রাম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আঞ্চলিক উপপরিচালক মোহাম্মদ আজিজ উদ্দিন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সরকারি কোচিং যেখানে নিষিদ্ধ সেখানে বেসরকারি কোচিং সেন্টারকে সহযোগিতা করার তো প্রশ্নই আসে না। ইউসিসি কর্তৃপক্ষকে সরকারি স্কুল ব্যবহারের অনুমতি কেন দেওয়া হয়েছে সে ব্যাপারে প্রধান শিক্ষককে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হবে। তদন্তসাপেক্ষে দ্রুত দোষীদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' তিনি জানান, নিয়মবহির্ভূত এ ঘটনার তদন্ত হচ্ছে।

গতকাল সকালে নাসিরাবাদ বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেছে, হাজার হাজার ছেলেমেয়ের বিশাল সমাবেশ। শিক্ষার্থীরা জানায়, তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির মডেল টেস্টে অংশ নিতে এসেছে।

সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে কিভাবে বেসরকারি কোচিং সেন্টারের পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে জানতে চাইলে কোচিং সেন্টার কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকজন সঠিক কোনো উত্তর দিতে পারেননি।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে নাসিরাবাদ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবব্রত দাশ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বেসরকারি কোচিং সেন্টারের পরীক্ষার জন্য আমি অনুমতি দিইনি। কয়েক দিন আগে এই স্কুলের প্রাক্তন কিছু শিক্ষার্থী তাদের ছোট একটা অনুষ্ঠান আছে বলে আমাকে মৌখিকভাবে জানায়। অনুষ্ঠানের বিষয়টা আমি না জেনে তাদের অনুমতি দিই। স্কুল বন্ধ থাকাতে আমি তাদের স্কুল কক্ষ ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলাম। যদি জানতাম বেসরকারি কোনো কোচিং সেন্টারের ভর্তি পরীক্ষা হবে তাহলে অনুমতি দিতাম না।'

ইউসিসির পরিচালক আবদুর রব সোহেল বলেন, 'হরতালের কারণে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা আটকে ছিল। আর আমাদের এত বড় কোনো স্থান নেই যে পরীক্ষা একসঙ্গে নেওয়া যাবে। তাই স্কুল কর্তৃপক্ষ থেকে অনুমতি নিয়ে শুক্রবার বন্ধের দিন স্কুল ভবন ব্যবহার করেছি।'

একজন ফটোসাংবাদিককে ছবি তুলতে বাধা দেওয়া এবং আটকে রাখার অভিযোগ অস্বীকার করে সোহেল দাবি করেন, ওই সাংবাদিকের কাছে তাঁর প্রতিষ্ঠানের কার্ড চাইলে তিনি প্রথম দেখাতে পারেননি। অনেক মেয়ে পরীক্ষা দিচ্ছিল বলে প্রথমে ছবি তুলতে বাধা দেন তিনি। এ নিয়ে তাঁদের দুজনের মধ্যে তর্কাতর্কি হয়েছে।